বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নোয়াখালী জেলায় বিগত ১০ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	প্রকল্প	ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	প্রকল্প
০১	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি-৩)।	হাতিয়া	২০০৫-২০০৬	২০০৯-২০১০	**প্রকল্প ব্যয় = ৫০.০০ কোটি টাকা** ১)খাল পুনঃখনন- ৮.০০০কিঃমিঃ; ২)রেগুলেটর নির্মাণ- ০৩টি; ৩)বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৭০ কিঃমিঃ; ৪)শর্ট-কাট চ্যানেল খনন- ৬.৬৫০ কিঃমিঃ; ৫)নদী পুনঃখনন- ১০.০০০ কিঃমিঃ।	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি-৩)।	হাতিয়া
০২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি-৪)।	সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ (আংশিক)	২০১০-২০১১	২০১৭-২০১৮	**প্রকল্প ব্যয় = ৩১৩.০০ কোটি টাকা** ১)খাল খনন- ১৫৭.০০০কিঃমিঃ (৪৮টি); ২)খাল পুনঃখনন- ১২.০০০কিঃমিঃ; ৩)রেগুলেটর নির্মাণ- ০৬টি; ৪)বাঁধ নির্মাণ- ৭৫.০০০ কিঃমিঃ; ৫)ক্লোজার নির্মাণ- ০৬টি;	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানিগঞ্জ (আংশিক) উপজেলার প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ হয়েছে। বন্যার কবল হতে স্থানীয় জনসাধারন রক্ষা পেয়েছে। ফসল উৎপাদন বেড়েছে এবং মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।	প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
০৩	তমরুদ্দিন-বাংলাবাজার নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	হাতিয়া	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	**প্রকল্প ব্যয় = ৫৫.০০ কোটি টাকা** ১)সিসি ব্লক জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ২১০০ মিটার।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া তমরুদ্দিন বাংলাবাজার এলাকায় নদী তীর ভাঙ্গণ বন্ধ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জানমাল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী ভাঙ্গণের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে।	প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
০৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) এর আওতায় গাবতলী খালের ডানতীর ও বামতীর সংরক্ষণ কাজ।	হাতিয়া	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	**প্রকল্প ব্যয় = ৬.০০ কোটি টাকা** ১)সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৮৫৩ মিটার।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাস্থ বয়ার চরস্থ গাবতলী ¯ø ুইস (৭-ভেন্ট: ২.২০মিঃ ঢ ২.২০মিঃ) সহ বয়ার চর পোল্ডার নদী ভাঙ্গণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সিডিএসপি-৩ প্রকল্পভূক্ত এলাকা সমূহের জনগণের জানমাল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদী ভাঙ্গণের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে।	প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
০৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিস্কাশন প্রকল্প (দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিস্কাশন প্রকর্পের অংশ) এর আওতায় মুসাপুর ক্লোজার নির্মাণ কাজ।	কোম্পানীগঞ্জ	২০০৩-২০০৪	২০১৬-২০১৭	**প্রকল্প ব্যয় = ১৯৯.০০ কোটি টাকা** ১)মুসাপুর ক্লোজার নির্মাণ কাজ- ১০৮০.০০মিঃ; ২)নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৫৩০ মিটার; ৩)মুসাপুর রেগুলেটর ও ক্লোজার সংলগ্ন ইন্সপেকশন রোড- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ; ৪)মুসাপুর রেগুলেটরের কন্ট্রোলরুম নির্মাণ- ০১টি; ৫)মুসাপুর রেগুলেটরের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন- ০১টি;	প্রকল্প এলাকার প্রায় ১.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ হয়েছে; জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এক-চতুর্থাংশ প্রকল্প এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ছোট ফেনী নদীর ১৮কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে মিঠা পানির চায় করা ও সারা বছর মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; নদী ভাঙণ রোধ ও ভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।	প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	প্রকল্প	ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	উপজেলা	প্রকল্প
০৬	বাস্তু পুনঃ স্থাপনের নিমিত্তে ছোট নদী/খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় খাল পুনঃখনন কর্মসূচীভূক্ত নোয়াখালী জেলার ৪টি উপজেলায় ৮টি খাল পুনঃখনন।	বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ী, সেনবাগ, কোম্পানীগঞ্জ, চাটখিল ও কবিরহাট	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	**প্রকল্প ব্যয় = ৫.৩৩ কোটি টাকা** ১) খাল পুনঃখনন- ৩৭.৬৫ কিঃমিঃ (০৮টি খাল)।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে; জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে;, খননকৃত খালে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি হয়েছে; শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান সম্ভব হয়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।	প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।